মেঘের কবিতা

কবি সম্মেলনের দিকে উড়ে যাচ্ছ বুঝি ? অই মেঘ ?
তা দেবার মমতায় নামবে কি মঞ্চের অন্দরে---
কবিরা চমকে যাবে, কবিতারও অতীত এই মায়া ---
কোথা থেকে ভেসে এল, লীলাপদ্মের তীব্র প্রেমে।

তুমি কি কবিতা পড়বে ? জলের অনন্ত আলোপথ
পাথরেরও অনেক গহনে যার ভিজে হাতছাপ রেখে যায়।
স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে একটি স্তম্ভের মগ্নবোধে
বেদনা দেবে কবিদের ? অই মেঘ, অই ছলময় !

তোমার অন্যান্য কাজে, কর্ষণে ও শস্য প্রজননে
শাস্ত্রীয় মুদ্রার মতো সে কবিতা ঝরাবে মাটিতে?
অই মেঘ, অই গাঢ় আন্দোলিত ঘনস্পর্শ মেঘ,
ঊর্দ্ধতন থেকে তুমি কবিদের হারাবে এভাবে?

ব্যক্তিগত রূপকথা

হাওড়ায় বাস এলে মনে পড়ে তার সাথে এইখানে দেখা হবে আজ।
রোদের গভীর থেকে প্রবল ছায়ার মতো যেন জেগে উঠবে শরীর।
মাস্টারি ছুঁড়ে ফেলে দুইজনে চলে যাব ফাঁকা ট্রেনে বেপথু লাইনে
মাঝপথে বুনো বাস চকিত স্টেশনে নেমে পার হব বিকেলের মাঠ
ঘামতেল অন্ধকারে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে তুলোধোনা ফাটাবো
জ্যোৎস্নাকে
মধ্যরাতে ঘরে ফেরা মাতাল ঘুড়ির মতো চম্‌কাবে মা ও পুলিশ।

কবিসমেলনের ঘোষণা

মাননীয় কবিবৃন্দ, আমাদের সময় সংক্ষেপ
মঞ্চে অনেকে আছেন, এসে পড়েছেন, এখনো আসছেন
রঙ্গালয় পূর্ণ আজ, পাথরের অনেক ভেতরে
ট্রেন গেলে যেরকম গুমগুম শব্দ শোনা যায়।
তেমনই গুঞ্জনধবনি স্থির হয়ে কেঁপে যাচ্ছে, শুনছেন নিশ্চয়।

মাননীয় কবিবৃন্দ প্রত্যেককে পাঁচমিনিট সময় দেওয়া হবে।
কম হলে ভাল হয়। তবে বেশি এক আধলা নয়,
দয়া করে পকেট থেকে কবিতাটি বার করে হাতে রাখুন,
ভাঁজ খুলুন কাগজের, চশমা চোখে দিন। কাশি শ্লেষ্মা,
গলাটলা ঝাড়া আগেই সারবেন। মাইক সামনে নিয়ে
অনর্থক ভ্যানতাড়া লোকে পছন্দ করে না।

মাননীয় কবিবৃন্দ, নাম ডাকতে শুনলেই ছুটে যান।
মাইকের তার পায়ে বেধে গেছে ? পরোয়া করবেন না ---
ওই দেখুন লোকে হাসতে হাসতে তাকিয়ে আছেন আপনার দিকে।
ওই দেখুন লোকে বলাবলি করছে আপনার টাক আর
প্যান্ট আর গায়ের রঙ নিয়ে। আপনার ঘষা গলা নিয়ে,
আপনার মুখ থেকে থুথু ছিটোল তাই নিয়ে।
আপনার ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো নিয়ে।

আপনাকে নিয়ে --- আপনাকে নিয়ে কথা বলছে ওরা---
চিয়ারিও মাননীয়, কবিতা পড়ে যান। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিট
মনে থাকে যেন।

সৌমিত্র বসু